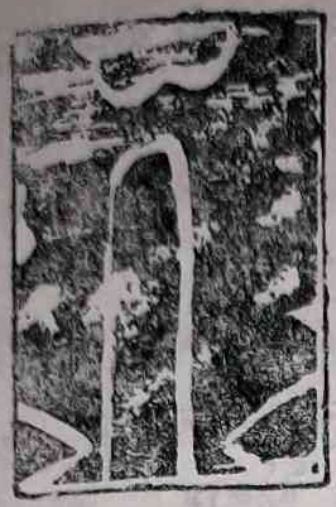

# ভুল বুঝানা

অলক ঘোষ
দশম শ্রেণী

লোকটাকে প্রথম দেখে আমার সন্দেহ হ'ল। বিরাট চেহেরা, সুদীর্ঘ ব্র্যাকেট আকারের একজোড়া গোঁফ, চোখ দুটো যেন দাউ দাউ করে দাবানলের মতো জ্বলছে ; কপালে একটা কাটা দাগ, পরনে লাল রঙের লুঙ্গী আর কালো গেঞ্জী। গলায় চকচক করছে একটা মাদুলী। ডান হাতে কি যেন আঁকা।

সন্ধ্যে হয় হয় তখন। সবে আলো জ্বলছে। কৃষ্ণনগর রেল গেটের কাছে বাস থেকে নেমে রিক্সা খুঁজছি, এমন সময় সে আমার দিকে এগিয়ে এল, এই যে বাবু, কোথায় যাবেন ?

বললাম, সামনেই কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালের দিকে। একটু গলির ভিতর। জায়গাটার হদিস দিলাম।

– ঠিক আছে। উঠে পরুন।

– আমি বললাম কোথায় ?

– আমার রিক্সায়। ওই যে, সামনেই। লাইনে আছে। সকলের আগে। আমতা আমতা করছিলাম, আগে ভাড়া ঠিক হোক। তারপর উঠছি।

রিক্সাওয়ালা চটপট জানিয়ে দেয়, ভাড়া ঠিক করার কিছু নেই বাবু। এখানে সব জায়গার ভাড়া ঠিক করা আছে। অর্থাৎ আমাদের ভাষায় ওখানকার সব ভাড়া ফিক্সড।

ভাবলাম, আচ্ছা ফ্যাসাদ। সঙ্গে অনেক টাকা মোট সাতহাজার কৃষ্ণনগর থেকে আমাদের দোকানে যে কাঠের মাল এসেছে তার দাম দিতেই কৃষ্ণনগরে এসেছি ব্যাবসায়ী স্বপন দত্তের কাছে, উনি কাঠের ব্যবসায়ী এখন এই যণ্ড মার্কা লোকটা যদি পথে রিক্সা দাঁড় করিয়ে ছিনিয়ে নেয়তো আমার কিছুই করার নেই। ইস আরো বেলা থাকতে আসা উচিত ছিল। আগে ভাবিনি। কী করবো, ভাবছি, এমন সময় লোকটা আবার তাগদা দেয়, কী হ'ল? উঠে পড়ুন নিরুপায় হয়ে মাকালীর নাম জপ করতে করতে রিক্সায় উঠলাম। ভাড়াটা তার আগেই জেনে নিয়েছি। বেশী না, মাত্র দুটাকা।

রিক্সাওয়ালা কিছুটা পথ যাওয়ার পরই গান ধরল, ভুল বুঝনা ওগো পথের পথিক ···· ···· ··· ····

সরু গলি পথ। অস্পষ্ট আলোয় কেমন যেন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে সবকিছু। আমি ভীষণ ভীত হয়ে পড়লাম। কতক্ষণে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুব এই শুধু ভাবছি।

না. পথে বিপদ-আপদ কিছুই হলোনা লোকটা একেবারে ঠিক জায়গাতেই নিয়ে গেল। রিক্সা থেকে নেমে দেখি দোকানের সামনে স্বপন বাবু দাঁড়িয়ে। দেখা মাত্রই অভ্যর্থনা করলেন আমায়, 'এইযে অলক এসো এসো।'

অকুল সমুদ্রে ভেসে বেড়ানো অসহায় মানুষ হঠাৎ কোন আশ্রয় পেয়ে যেমন আনন্দে দিশাহারা হয়, আমিও তেমনি গদ গদ হয়ে স্বপন বাবুকে বলে উঠলাম, 'যাক বাঁচা গেল। আপনি আছেন তাহলে?'

রিক্সা থেকে নেমেছি। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে স্বপন বাবুর সঙ্গে কাঠের গোলায় ঢুকলাম। কিন্তু টাকা বের করতে গিয়ে দেখি সর্বনাশ। পুরো টাকার বাণ্ডিলটাই নাই।

সব শুনে স্বপন বাবু বললেন 'কাজটা ঠিক হয়নি। এত, টাকা নিয়ে কেউ এই সন্ধ্যেবেলা যাতায়াত করে? চুরি ছিন তাই, এসব রুটেতো লেগেই আছে।'

'আমি বললাম সেই জন্যই তো বাবা না এসে আমাকে পাঠালেন। তিনি বুড়ো হয়েছেন, তেমন হাঁটাচলা করতে পারেন না।'

স্বপনবাবু বলতে লাগলেন, 'টাকাটা তাহলে বাসের মধ্যেই ছিন্তাই হয়ে গেছে।'

বললাম, 'না, না; বাসে কিছু হয় নি। টাকাটা রিক্সায় থেকে গেছে। নোট-ভর্ত্তি খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেটটা রিক্সার এককোনে সরিয়ে রেখেছিলাম। নামবার সময় খেয়াল নাই আর।

স্বপন বাবু হা-হা করে উঠলেন, 'তবেই হয়েছে।'

তিনি রিক্সাওয়ালার বিবরণ শুনে তার খোঁজে সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক লোক পাঠিয়ে দিলেন। স্বপনবাবু বিরসমুখে বললেন, 'এখন পেলেও কি ব্যাটা আর স্বীকার করবে নাকি? তাছাড়া অন্য-কোন যাত্রীও টাকাটা মেরে দিতে পারে।'

অনেক খোঁজা খুঁজির পর যখন হতাশ মনে উঠতে যাবো। এমন সময় সেই রিক্সাওয়ালা দৈবপ্রেরিত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে কোনরূপ ভূমিকা নাকরেই সে বললো, 'বাবু দেখুনতো এই প্যাকেটটা বোধহয় আপনার।'

আমি আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় অধীর হয়ে রিক্সাওয়ালাকে জড়িয়ে ধরলাম।

স্বপন বাবু বললেন 'ওকে মোটা রকম বকশিশ দেওয়া উচিত।'

আমি বাণ্ডিল খুলে টাকা বের করতে গেলে রিক্সাওয়ালা বলে উঠলো— 'আমায় মাফ করবেন বাবুমশাই, —এর জন্য টাকা নিতে পারবনা।' এই বলে দ্রুত রিক্সায় উঠে গুণ গুণ করে গান ধরল —

'আমায় ভুল বুঝনা ওগো পথিক' —

আমরা দুজনে চলমান রিক্সার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলাম।